সংবাদ

তারিখ ... 22 APR 2017 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়

১১৮ পদে হাইকোর্টের স্থগিতাদেশ পাশ কাটিয়ে ফের নিয়োগ দেয়ার পাঁয়তারা.

লিয়াকত আলী বাদল, রংপুর

রংপুর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক নূর উন নবীর বিরুদ্ধে ১১৮ জন শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ নিয়ে প্রার্থীদের ইন্টারভিউ নেয়ার নামে প্রহসন, মুক্তিযোদ্ধা কোটা সংরক্ষণ না করাসহ বিভিন্ন অভিযোগে হাইকোর্টের আদেশে ৩ মাসের জন্য নিয়োগ কার্যক্রম স্থগিত হয়ে যাওয়ায় উপাচার্য আবারও ভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে নিয়োগ কার্যক্রম শুরু করার পাঁয়তারা শুরু করেছেন। এর মাধ্যমে প্রার্থীদের কাছ থেকে কয়েক কোটি টাকা নিয়ে নিয়োগ বাণিজ্য জায়েজ করার চেষ্টা করা হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এদিকে উপাচার্যের চাকরির মেয়াদ আছে আর মাত্র ১৩ দিন। আগামী ৫ মে তার মেয়াদ শেষ হয়ে যাচ্ছে। তারপরও তিনি নিয়োগ দেয়ার জন্য এখনও হেন পন্থা নেই যা তিনি অবলম্বন করছেন না বলে অভিযোগ করেছেন শিক্ষক সমিতির সাবেক সম্পাদক তাবিউর রহমান। এদিকে খোদ বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ইবরাহিম কবীর উপাচার্যের বিরুদ্ধে জালিয়াতির অভিযোগ এনেছেন।

রেজিস্টারের স্বাক্ষর জাল করে পত্রিকায় সংশোধনী নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ

তিনি অভিযোগ করেন– তাকে না জানিয়ে তার নামে গতকাল একটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকর অনলাইন সংস্করণে একটি সংশোধিত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হয়েছে। কবে কখন বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়েছে তার কিছুই তিনি জানেন না বলে জানিয়েছেন। এ বিজ্ঞপ্তি তার নামে প্রকাশ করার নামে মাধ্যমে প্রতারণা করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেন।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ১১৮টি পদে শিক্ষকসহ বিভিন্ন পদে নিয়োগ আহ্বান করা হয়। উপাচার্যের চাকরির মেয়াদ ৫ মে পর্যন্ত থাকায় এবং তার নতুন করে নিয়োগ এক্সটেনশন না হওয়ার আশঙ্কায় চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে ৮ থেকে ১২ দিন সময় দিয়ে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হয়। আবেদনকারীদের আবেদনপত্র যাচাই বাছাই না করেই পছন্দের প্রার্থীদের নামে ইন্টারভিউ কার্ড ইস্যু করে আবার কাউকে কাউকে এসএমএস দিয়ে ডাকা হয়। তারপর ইন্টারভিউয়ের নামে পাশ : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ১

পাশ : কাটিয়ে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

নির্লজ্জ প্রহসন করা হয়। যেহেতু উপাচার্যের চাকরির বয়স মাত্র ২ মাসের কম সময়, সে কারণে সব সাক্ষাৎকারসহ পুরো নিয়োগ প্রক্রিয়া ৩০ এপ্রিলের মধ্যে সম্পন্ন করে সিন্ডিকেট সভা করে সব নিয়োগ কার্যক্রম জায়েজ করার মহাপরিকল্পনা করেছিলেন উপাচার্য।

কিন্তু এসব বিষয় জানাজানি হওয়ায় দৈনিক সংবাদ বেশ কয়েকটি খবর প্রকাশিত হয়। এমনি অবস্থায় মুক্তিযোদ্ধা কোটা সংরক্ষণ না করায় রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক তাবিউর রহমান হাইকোর্টে একটি রিট পিটিশন দাখিল করেন। শুনানি শেষে হাইকোর্ট ৩ মাসের জন্য নিয়োগ কার্যক্রম স্থগিত রাখার নির্দেশ দেন। ফলে নিয়োগ কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। এতে করে এক শিক্ষক নেতা ও যারা নিয়োগ দেয়ার নামে কয়েক কোটি টাকা অগ্রিম নিয়েছেন তাদের চাকরি প্রত্যাশিরা টাকা ফেরত দেয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করতে থাকলে বিপাকে পড়েন নিয়োগ বাণিজ্যকারীরা। ফলে আবারও নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করার জন্য প্রহসনের আয়োজন করে কর্তৃপক্ষ। তারই অংশ হিসেবে হাইকোর্টের স্থগিতাদেশকে পাশ কাটিয়ে গতকাল আবারও একটি জাতীয় দৈনিকে সংশোধিত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। সেখানে রেজিস্ট্রার স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি সংক্রান্ত ৩টি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছিল সেখানে কোটা সংরক্ষণের বিষয়টি উল্লেখ ছিল না।

সে কারণে যারা কোটা অনুযায়ী আবেদন করতে ইচ্ছুক তাদের আগামী ২৮ এপ্রিলের মধ্যে আবেদন করার জন্য পত্রিকায় দেয়া বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে। এই সংশোধিত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিও একটি প্রহসন বলে চাকরি প্রত্যাশিরা অভিযোগ করেন। তারা বলেন, মুক্তিযোদ্ধা কোটা সংরক্ষণ অনুযায়ী যারা আবেদন করবেন তাদের আবেদন করার সময় দেয়া হয়েছে কাগজে-কলমে ৭ দিন। কিন্তু বাস্তবে সময় দেয়া হয়েছে ৫ দিন কারণ আজ শনিবার বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ এবং সরকারি ছুটি, ২৮ এপ্রিল শুক্রবার সেদিনও সরকারি ছুটি ফলে ৫ দিন সময়ের মধ্যে সবার পক্ষে আবেদন করা কোনভাবেই সম্ভব হবে না। তাছাড়াও ইতোমধ্যে নিয়োগ দেয়ার জন্য ইন্টারভিউয়ের নামে অধিকাংশ বিভাগের শিক্ষকসহ বিভিন্ন পদে প্রার্থীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে নিয়োগ প্রক্রিয়া চূড়ান্ত করা হয়েছে।

ফলে নতুন করে আবেদনকারীদের কাছে আবেদনপত্র আহ্বান করা প্রহসন আর প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নয় বলে তারা অভিযোগ করেন। এ ব্যাপারে গতকাল বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ইবরাহিম কবীরের সঙ্গে তার মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি তার নামে পত্রিকায় গতকাল বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হওয়ার খবরে বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন তিনি তো এ ব্যাপারে কিছুই জানেন না।

কারা কখন পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে তার তিনি কিছুই জানেন না বলে জানান। পরে কিছুক্ষণ পর তিনি আবারও এ প্রতিনিধিকে ফোন ব্যাক করে বলেন, শুক্রবারের একটি দৈনিকে তার নামে যে বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়েছে এ ধরনের কোন বিজ্ঞপ্তি তিনি দেননি এবং কোন স্বাক্ষরও করেননি। তাকে ব্লাকমেইল করার জন্য তার নাম ব্যবহার করে এ বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়েছে বলে তিনি অভিযোগের তীর উপাচার্যের দিকে ছুড়ে দেন।

তবে উপাচার্য অধ্যাপক নূর উন নবীর সাথে যোগাযোগ করা হলে তার ফোনটি বন্ধ পাওয়ায় তার সাথে কথা বলা সম্ভব হয়নি।